সংবাদ

তারিখ 10 NOV 2017
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

সৃজনশীল পদ্ধতির প্রাসঙ্গিকতা

শরীফুল্লাহ মুক্তি

আজ হতে প্রায় শত বছর পূর্বে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দেওয়া আর নকল করিয়া পরীক্ষা দেওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই'। গতানুগতিক কিছু প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করিয়া পরীক্ষার খাতায় লিখিয়া আসিলে ভালো ফল করা যায় ঠিকই কিন্তু ইহাতে প্রকৃত মেধা বা বুদ্ধিমত্তার সঠিক বিকাশ ঘটে না'। শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মেধা ও বুদ্ধিমত্তার সঠিক বিকাশের জন্য আমাদের দেশে মাধ্যমিক (উচ্চ) স্তরে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠদান ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করলেও এ নিয়ে শুরু থেকেই নানা বিতর্ক হয়ে আসছে। মুখস্থ নির্ভর 'লেখাপড়ার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার ২০০৮ সালে সৃজনশীল মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করে। আশা করা হয়েছিল কোচিং/প্রাইভেট/নোট-গাইড ছেড়ে শিক্ষার্থীরা সৃজনশীলতায় উদ্বুদ্ধ হবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো ভিন্ন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সামর্থ্য বিবেচনা না করে, শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ছাড়া, সারা দেশের তৃণমূল স্তরের শিক্ষার্থীদের মেধা ও ধারণ ক্ষমতার বাস্তব দিকগুলো বিবেচনায় না রেখে কোনোরকম পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া অনেকটা তড়িঘড়ি করে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করায় তা এখন হুমকির মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত নয় বছরে এ পদ্ধতি সম্পর্কে লক্ষাধিক শিক্ষককে স্বল্প-মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলেও ফলাফল প্রায় কূন্য। নিষিদ্ধ নোট-গাইড বইয়ের ওপর নির্ভর করেই মূলত সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থা টিকে রয়েছে বলে অনেক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মনে করেন।

কিন্তু দীর্ঘ আট বছরেও সৃজনশীল পদ্ধতি শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নোট/গাইড নির্ভরতা কমাতে পারেনি। বরং বিষয়টি আরও উল্টো হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন এ পদ্ধতি এখনও ৬০ শতাংশ শিক্ষার্থী বুঝে উঠতে পারেনি। প্রায় অর্ধেক শিক্ষক সৃজনশীল না বুঝেই পাঠদান ও প্রশ্ন করেন। ফলে শিক্ষার্থীদের ৫৯.৮ শতাংশকে ওই বিষয়গুলো বুঝতে প্রাইভেট পড়তে হয় এবং গাইডবই অনুসরণ করতে হয়। শিক্ষকদের প্রায় ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়তে উৎসাহিত করেন। সম্প্রতি সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট নিয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) গত জুলাইয়ের 'একাডেমিক সুপারভিশন প্রতিবেদন'-এ বলা হয়েছে 'সৃজনশীল পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ প্রশ্ন করতে পারেন ৫২.৯৭ শতাংশ এবং আংশিক প্রশ্ন করতে পারেন ২৭.৪৮ শতাংশ শিক্ষক।'

পূর্বেও এ নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, অনেক লেখালেখিও হয়েছে। আমি সবসময় আশাবাদীদের পক্ষে। বিগত বছরগুলোতে আমাদের যে একেবারেই কিছু উন্নতি হয়নি তা বলা যাবে না। একটি নতুন পদ্ধতি চালু করতে গেলে শুরুতে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতেই হয়। আর শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট পরিবার একটি বড় পরিবার। এত বিপুলসংখ্যক জনবলের সবার জ্ঞান, মেধা, দক্ষতা, প্রজ্ঞা সমান নয়। তাই আমাদের চেষ্টার পাশাপাশি অপেক্ষাও করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে এক দশকের সিদ্ধান্তের ফল আরেক দশকে পাওয়া যায়। এ রচনায় সৃজনশীল পদ্ধতি নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করা হলো।

আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক বেঞ্জামিন ব্লুম জীববিজ্ঞানে ব্যবহৃত ট্যাক্সোনমি (Taxonomy) শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছেন। এটাই আমাদের দেশে সৃজনশীল পদ্ধতি নামে খ্যাত। সৃজনশীল পদ্ধতি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাধারণত তিনটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রথমত শিখনের বিভিন্ন স্তর থেকে অভীক্ষাপদ প্রণয়ন, দ্বিতীয়ত প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কাঠামোবদ্ধতা বজায় রাখা ও তৃতীয় অভীক্ষা নির্দেশক ছক মেনে চলা। ব্লুম তার ট্যাক্সোনমিতে আচরণিক ভাষায় শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছেন। তিনি শিখনের উদ্দেশ্যসমূহকে প্রথমত ৩টি ক্ষেত্রে ভাগ (Domain) করেছেন। জ্ঞানমূলক/মননশীলতার ক্ষেত্র (Cognitive Domain), অনুভূতিমূলক/আবেগিক ক্ষেত্র (Affective Domain) ও মনোপেশীজ ক্ষেত্র (Psychomotor Domain)। জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও সামর্থ্য অর্জনের ওপর জোর দেয়া হয় যাতে স্মরণ, চিন্তন এবং যুক্তি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রে উপলব্ধি, আবেগ, আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব ও অনুধাবন পরিস্থিতির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। আর মনোপেশীজ ক্ষেত্রে মন ও পেশি সঞ্চালনী শৈলী এবং অনুধাবন প্রক্রিয়ার ওপর জোর দেয়া হয়।

জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের শ্রেণীবিভাগ : জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রকে ৬টি উপক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে।

জানা/জ্ঞান (Knowledge) : এটি জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের সবচেয়ে নিচু স্তরের উদ্দেশ্য। জানা/জ্ঞান বলতে পূর্বে শেখা কোনো সুনির্দিষ্ট বা সর্বজনীন কোনো কিছুর (সংজ্ঞা, ঘটনা, প্রক্রিয়া, তত্ত্ব ইত্যাদি) স্মরণ করার মানসিক প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এ ক্ষেত্রের কিছু আচরণিক উদ্দেশ্য/শিখনফল থেকেও আমরা ধারণা লাভ করতে পারি। যেমন– ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি শনাক্ত করতে পারবে, কোনো কিছুর সংজ্ঞা বলতে পারবে ইত্যাদি। এ উপক্ষেত্রের শিখনফল বিভিন্ন ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে লেখা যায়। যেমন– বর্ণনা করা, সংজ্ঞায়িত করা, প্রতিলিপি করা, শনাক্ত করা, বিবরণ দেয়া, তালিকাবদ্ধ করা, মিল করা, বিন্যস্ত করা, চিনতে পারা, সম্পর্ক দেখানো, স্মরণ করা, পুনরায় করা, উপযুক্তটি বেছে নেয়া, সাজানো, নামকরণ ইত্যাদি।

অনুধাবন (Understanding) : বিষয়বস্তু বা তথ্যসমূহ কতখানি উপলব্ধি করতে পেরেছে শিশুর সে ক্ষমতাকে বোঝায়। অর্থাৎ কোনো ধারণা বা তথ্যকে বুঝে সহজভাবে তা বর্ণনা করার ক্ষমতাকে অনুধাবন/বোধগম্যতা বলা হয়। এ শ্রেণীর উদ্দেশ্যকে আবার তিনভাবে ভাগ করা যায়। যথা– অনুবাদ (Translation) : কোনো কিছু নিজের ভাষায় বলা। সংব্যাখ্যান (Interpretation) : কোনো কিছুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে পারা। অনুবিদিতকরণ (Extrapolation) : জানা তথ্য থেকে অজানা তথ্য বের করতে পারা। এ উপক্ষেত্রের শিখনফলকে নানাভাবে লেখা যায়। যেমন– গল্প, কবিতা, কথোপকথনের মূল বিষয়বস্তু বুঝে বলতে পারবে, মুদ্রিত বই-পুস্তক-পত্র পত্রিকা-সংকেত নির্দেশ পড়ে বুঝে বলতে পারবে, বিভিন্ন কারণ বলতে পারবে ইত্যাদি। অনুধাবনমূলক ক্ষেত্রের শিখনফলকে নানা ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে লেখা যায়। যেমন– অনুবাদ করা, বর্ণনা করা, আলোচনা করা, পার্থক্য নির্ণয় করা, প্রাক্কলন বা মূল্য নিরূপণ করা, ব্যাখ্যা করা, ভাষায় ব্যক্ত করা, বিস্তৃত করা, সাধারণীকরণ করা, উদাহরণ দেয়া, সনাক্ত করা, নির্দেশ করা, মূলভাব ঠিক রেখে শব্দান্তরে অর্থ প্রকাশ করা, পূর্বসংকেত/ভবিষ্যৎ বলা, চিনতে পারা, পুনর্বার লেখা, উপযুক্তটি বেছে নেয়া, সংক্ষেপ করা, শ্রেণীকরণ ইত্যাদি।

প্রয়োগ (Application) : প্রয়োগ হলো কোনো ধারণা, পদ্ধতি, সূত্র বা কোনো অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে/নতুন পরিস্থিতিতে/ সমস্যা সমাধানে কাজে লাগানোর ক্ষমতা। জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের এ উপক্ষেত্রর শিখনফলকে বিভিন্নভাবে লেখা যায় : শিক্ষার্থী যথাযথ বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে কোনো কিছু লিখতে পারবে, শিক্ষার্থী বিরামচিহ্নের সঠিক ব্যবহার করে পড়তে পারবে, শিক্ষার্থী বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক পরিবেশে প্রয়োজনীয় আদব-কায়দা প্রকাশ করতে পারবে, শিক্ষার্থী গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে। প্রয়োগশীলতা উপক্ষেত্রের শিখনফলকে বিভিন্ন ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে লেখা যায়। যেমন– পরিবর্তন করা, পছন্দ করা, গণনা করা, প্রদর্শন করা, আবিষ্কার করা, নিয়োগ করা, উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা, নিপুণতার সঙ্গে নাড়াচাড়া করা, পরিবর্তন করা, কার্য সংঘটন করা, অনুশীলন করা, পূর্বসংকেত/ভবিষ্যৎ বলা, প্রস্তুত করা, উপস্থাপন করা, সম্পর্ক দেখানো, তালিকাভুক্ত করা, নকশা/খসড়া প্রস্তুত করা, সমস্যা সমাধান করা, কাজে লাগানো, প্রয়োগ করা ইত্যাদি।

বিশ্লেষণ (Analysis) : কোনো সমগ্রকের ক্ষুদ্র অংশসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিনতে পারা। সমগ্রকের সঙ্গে ক্ষুদ্র অংশসমূহের সম্পর্ক স্থাপন করতে জানা। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আলোকে সমগ্রকের অংশসমূহ আলাদা করতে পারা। এ উপক্ষেত্রের শিখনফলকে নিম্নোক্তভাবে লেখা যায়। যেমন– শিক্ষার্থী জীব ও জড় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে তাদের তুলনা ও শ্রেণীকরণে সাজাতে পারবে, শিক্ষার্থী সমাজের সদস্য হিসেবে নিজের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থীকে 'সমাজে মানুষ হিসেবে আমাদের অধিকার ও কর্তব্য' সংবলিত একটি সমন্বিত চার্ট দিয়ে উক্ত চার্ট থেকে যদি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য আলাদা করতে দেয়া হয় তাহলে কাজটি করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই তাদের অধিকার ও কর্তব্যের বৈশিষ্ট্যগুলো ভালোভাবে জেনে নিয়ে উক্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অধিকার ও কর্তব্যসমূহ আলাদা করবে। বিশ্লেষণ উপক্ষেত্রের শিখনফলকে নিম্নোক্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে লেখা যায়। যেমন– পরখ করে দেখা, মূল্য নিরূপণ করা, ভেঙে দেখানো, হিসাব করা, তুলনা করা, তুলনা করে পার্থক্য দেখানো, সমালোচনা করা, চিত্র অঙ্কন করা, পার্থক্য করা, পরীক্ষা করা, শনাক্ত করা, উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা, অনুমান করা, মডেল তৈরি করা, খসড়া তৈরি করা, সম্পর্ক দেখানো, ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করা, বিশ্লেষণ করা, শ্রেণীকরণ ইত্যাদি।

সংশ্লেষণ (Synthesis) : কোনো বস্তুর ক্ষুদ্র উপাদানসমূহকে একত্রীকরণের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার নাম হলো সংশ্লেষণ। এ উপক্ষেত্রের আচরণিক পরিবর্তন হবে সৃষ্টিধর্মী কাজ বা পরিকল্পনা করার ক্ষমতা। এ উপক্ষেত্রের শিখনফলকে নানাভাবে লেখা যায়। যেমন– শিক্ষার্থী গল্প, বর্ণনা, বক্তৃতা, আলোচনা শোনার পর তা নিজের ভাষায় লিখতে পারবে, শিক্ষার্থী সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের পর ফলাফলসমূহ নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা/বর্ণনা/লিখতে পারবে, মানচিত্রের বিভিন্ন অংশ জোড়া লাগিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র তৈরি করতে পারবে। একটি মানচিত্রের বিভিন্ন অংশে খণ্ডিত করে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর কোনো শিক্ষার্থীকে উক্ত খণ্ডিত অংশসমূহ জোড়া লাগিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র তৈরি করতে দিলে উক্ত শিক্ষার্থী সমগ্রকের (পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র) সঙ্গে খণ্ডিত অংশসমূহের সম্পর্ক চিন্তা করে যদি কাজটি সফলভাবে সমাপ্ত করতে পারে তবে সেটি হবে সংশ্লেষণ। সংশ্লেষণ উপক্ষেত্রের শিখনফলকে বিভিন্ন ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে লেখা যায়। যেমন– শ্রেণীকরণে সাজানো, সংগ্রহ করা, সংযুক্ত করা, সুবিন্যস্ত করা, অঙ্কিত করা, বিকশিত/ উন্নয়ন করা, কৌশল করা, ব্যাখ্যা করা, সূত্রাকারে প্রকাশ করা, উৎপাদন করা, পরিকল্পনা করা, প্রস্তুত করা, পুনরায় সজ্জিত করা, পুনর্গঠন করা, সম্পর্ক দেখানো, চিনতে পারা, পুনর্বার লেখা, প্রতিষ্ঠা/খাড়া করা, সংক্ষেপ করা, সমন্বিত করা ইত্যাদি।

মূল্যায়ন (Evaluation) : মূল্যায়ন হলো বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট মানদণ্ডের আলোকে কোন কিছুর মূল্যমান বিচার করার প্রক্রিয়া। শিখনফলকে নিম্নোক্তভাবে লেখা যায়। যেমন– শিক্ষার্থী বেগম রোকেয়া ও বেগম সুফিয়া কামালের মধ্যে কে নারী জাগরণে বেশি ভূমিকা পালন করেছেন সেটি বিচার করতে পারবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়– 'সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যে কে বেশি ভূমিকা পালন করেছেন?' শিক্ষার্থীদের এটা বিচার করতে দিলে সেটি কীভাবে করবে? অবশ্যই পাঠ্যপুস্তক থেকে প্রাপ্ত এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। মূল্যায়ন উপক্ষেত্রের শিখনফলকে নানা ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে লেখা যায়। যেমন– মূল্য আরোপ করা, নিরূপণ করা, তুলনা করা, উপসংহার করা, তুলনা করে পার্থক্য দেখানো, বর্ণনা করা, পৃথক করা, মূল্য নিরূপণ করা, মূল্যায়ন করা, ব্যাখ্যা করা, বিচার-বিশ্লেষণ করা, ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করা, ব্যাখ্যা করা, সম্পর্ক দেখানো, মূল্য নির্ধারণ করা, সংক্ষেপ করা, সহায়তা দেয়া, মূল্য নিরূপণ করা ইত্যাদি।

(আগামীকাল সমাপ্য)